জ্ঞানের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে কিন্তু যে জন স্নিগ্ধহৃদয় এবং মূর্খাভিমানী তাহার পক্ষে অজ্ঞানে সাধুসঙ্গ হইলেও ফলপ্রদ হইবে। ২৪৩।

যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্য্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবো ভবেৎ তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুসঙ্গিকং ফলমাহ ব্যসনার্দ্দন ইতি। ব্যসনং সংসারঃ। যত এবোক্তং মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকেতি। মম পূজাতোঽপ্যভি সর্ব্বতোভাবেনাধিকা অধিকমৎ-প্রীতিকরীত্যর্থঃ। এবং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥ বিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্ ॥ ২৪৪ ॥

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মহাভাগবতের প্রসঙ্গরূপ সেবার ফল বলা হইল। এইক্ষণ মহাভাগবতের পরিচর্য্যার ফল বলিতেছি। ৩।৭ অধ্যায়ে শ্রীবিদুর শ্রীমৈত্রের ঋষিকে বলিয়াছিলেন "যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেৎ তীব্র পাদয়োর্ব্ব্যসনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ যে মহাভাগবত আপনাদের পরিচর্য্যা দ্বারা তিন কালে অবিকৃত নিত্যস্বরূপ ভগবান্ মধুসূদনের চরণযুগলে তীব্র প্রেমোৎসব হইয়া থাকে, এ স্থানে "তীব্র" শব্দ উল্লেখ থাকায় মহাভাগবতগণের প্রসঙ্গমাত্র সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপ সেবাতে ফলে বৈশিষ্ট্য সূচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ মহাভাগবতগণের কেবলমাত্র প্রসঙ্গরূপ সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপ সেবাতে অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। সেই পরিচর্য্যারূপ সেবার আনুসঙ্গিক ফল "ব্যসনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ সংসারনাশ হয়। যেহেতু ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজা অত্যধিকা"। হে উদ্ধব! আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তজনের পূজা সর্ব্বতোভাবে অধিকা অর্থাৎ আমার অত্যন্ত প্রীতি-জনিকা। শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইপ্রকার উল্লেখই দেখা যায়।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

অর্থাৎ হে দেবি! নিখিল দেব-দেবীর আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, আবার শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হইতেও বিষ্ণুভক্তগণের আরাধনা অধিক ॥ ২৪৪ ॥

ব্যতিরেকেণাহ—যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ২৪৫ ॥

জড়ত্বাৎ কুণপে স্বয়ংমৃততুল্যে শরীরে। চিদযোগেঽপি বাতপিত্তাদিভির্দূষিত ইত্যর্থঃ। ভৌমে দেবতাপ্রতিমাদৌ। যৎ যস্য। অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু তাঃ বুদ্ধয়ো